৪৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...03 MAR 1996... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৪ ....

শিক্ষা বাস্তবমুখী হওয়া প্রয়োজন

নির্মল চক্রবর্তী

শিক্ষার প্রয়োজন যে কোন জাতির জন্য অনস্বীকার্য।

আমরা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই যে, উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষার হার অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, সে সব দেশের ধরতে গেলে প্রতিটি নাগরিক কোন না কোন বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে দক্ষ-অভিজ্ঞ। দেশে বিদেশে সে শিক্ষাকে তারা প্রয়োগ করতে পারে। পারে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে অংশীদার হতে। আর তাই শিক্ষার প্রতি দেয়া হয় এতটা গুরুত্ব। কারণ প্রকৃত সুশিক্ষার অর্থই হচ্ছে সমৃদ্ধি সর্বস্তরের প্রবৃদ্ধি। এক কথায় উন্নয়ন।

আমাদের দেশেও এখন শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে প্রতি বছর। শুধু তাই নয়, সর্বস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে নেয়া হচ্ছে ব্যাপক কর্মসূচী। এর মধ্যে খাদ্যের বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষা, বিনা বেতনে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং নানা বৃত্তি উপবৃত্তির প্রথা চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার হার বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষর মুক্তকরা। আশা করা যাচ্ছে লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছাতে পারলেও কাছাকাছি যাবে। অর্থাৎ সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণ ব্যাহত হবে না।

দেশে শিক্ষিত সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা এখন পর্যাপ্ত। আর শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক। এ সংখ্যা প্রায় ২০ লাখের কাছাকাছি। আর এটাও নিশ্চিত যে, প্রতিবছর এ সংখ্যা বাড়বে। বাড়বে বহুমুখী সমস্যা। বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করে বসবে শিক্ষিত বেকাররা। বলতে গেলে অসামাজিক অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে পড়বে জড়িয়ে। এতে দেশ-জাতির উন্নয়ন তো দূরের কথা, নিজের পরিবার পোষণই হয়ে পড়বে দুরূহ। এখনই এ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। উচ্ছন্নে যাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে ইতোমধ্যেই অনেক সোনার সন্তান। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে এরা অন্ধকারের অনিশ্চিত গহ্বরে।

কিন্তু কেন? পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষিত মানুষ এগিয়ে যায়। সমৃদ্ধি আনে। আর আমাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা পিছিয়ে যায় কেন? কেন জীবন সংগ্রামে মার খাচ্ছে তারা? তাদের জীবিকার সংস্থান হয় না কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ রয়েছে। রয়েছে এর পিছনে মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ দিক।

আমাদের দেশের প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে তার সবচেয়ে ত্রুটি হচ্ছে এর কোন কর্মমুখী দিক নেই। নেই কোন বাস্তব প্রেক্ষিত, অর্থাৎ বাস্তবতাবর্জিত এই শিক্ষা জীবনের কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত, আমাদের স্কুল কলেজে সব মেধার শিক্ষার্থীকে একই ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। অথচ সবার আগ্রহ এবং দক্ষতা একই ধরনের থাকে না।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ বিষয়ই প্রায় মুখস্থনির্ভর। যার সাথে হাতে-কলমের কোন সম্পর্ক নেই।

চতুর্থত, শিক্ষার সাথে বৃত্তি বা পেশার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে যে পেশা অবলম্বন করবে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোন নির্দেশনা নেই।

পঞ্চমত, অতিরিক্ত বিষয় বা সাবজেক্টের আধিক্য। এটা অহেতুক শিক্ষার্থীর জন্য করা হয়েছে। এমনি নানা ধরনের অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় জুড়ে রয়েছে শিক্ষার সঙ্গে। এসব শিক্ষার্থীর জীবনে কোন উপকারেই আসে না। বরং শিক্ষা জীবনটিকে করে অহেতুক ভারাক্রান্ত। আর জাতীয় উন্নয়ন সাধন করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

শিক্ষাকে প্রকৃতই জাতির মেরুদণ্ড করতে চাইলে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন করতে হবে। করতে হবে ব্যাপক পরিবর্তন। রীতিমতো ঢেলে সাজাতে হবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা পদ্ধতিকে। আর সে জন্য করণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথমত, শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে হবে। যাতে শিক্ষা হয় জীবনের জন্য বেঁচে থাকার সহায়ক। আর এ কারণে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই বাস্তবতা অবলম্বন করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে আধুনিক পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ সেগুলোর উৎপাদন-ব্যবহার সংযোজন। উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদিত পণ্য প্যাকেজিং, আমদানি-রফতানি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যভুক্ত করতে হবে।

মেয়েদের জন্যও তেমনি সেলাই, রান্নাবান্না, বাঁশ বেত, তুলাকাপড়, খেজুরপাতা ইত্যাদি পণ্যসামগ্রী তৈরি, নক্সীকাঁথা তৈরি ইত্যাদি বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে শেখানো যায়। ইদানীং গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে মেয়েদের বিভিন্ন পদ্ধতির সেলাই-ফোঁড়াই, মেশিনের ব্যবহার, কাটিং, বোতাম লাগানো, প্যাকেজিং, মার্কেটিং সম্পর্কে শেখানো যেতে পারে।

তবে এ জন্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। সরকারই পারে শিক্ষা পদ্ধতির এই ব্যাপক বাস্তবমুখী পরিবর্তন ঘটাতে।